 প্রবন্ধাবলি, খণ্ড : ১১, জুলাই ২০১৯, ৭১-৯০

বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উদারনৈতিক ডিসকোর্স : একটি বিশ্লেষণ ও সমালোচনামূলক পর্যালোচনা

খায়রুল চৌধুরী[১]
একরামুল কবির রানা[২]
মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম[৩]

সারসংক্ষেপ

এই গবেষণায় বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উদারনৈতিক ডিসকোর্স ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা মূলত বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উৎস, কারণ এবং প্রতিরোধ-কৌশল সম্পর্কে বাংলাদেশী উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীদের মত বিশ্লেষণ করেছি। ৩০ জানুয়ারি ২০০৫ থেকে ২৭ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখের মধ্যে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বাংলাদেশের অনত্যম প্রধান জাতীয় দৈনিক *দৈনিক প্রথম আলো* পত্রিকার মতামত পৃষ্ঠায় মৌলবাদ, চরমপন্থা এবং জঙ্গিবাদের ওপর প্রকাশিত বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবীদের লেখা ২০৮টি কলাম এবং সাক্ষাৎকার এই গবেষণার উপাত্তের প্রাথমিক উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সমগ্র গবেষণাটি একটি গুণগত পদ্ধতি (qualitative approach) অনুসরণে পরিচালিত হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি হিসাবে আমরা বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি (content analysis), বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি (thematic analysis) এবং আখ্যান বিশ্লেষণ পদ্ধতি (narrative analysis) ব্যবহার করেছি। বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উৎস হিসেবে বাংলাদেশী উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীদের আলোচ্য বিষয় ও বক্তব্য হলো— বাংলাদেশের জঙ্গিবাদ মূলত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং রাজনৈতিক সংকটের প্রতিক্রিয়ার ফল। তাঁদের মতে, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী, ধর্মীয় রাজনীতি, সেই সঙ্গে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ধর্মীয় রাজনীতি এবং রাজনৈতিক সংকটের প্রভাবেই বেরিয়ে এসেছে জঙ্গিবাদ। অন্যদিকে, জঙ্গিবাদের কারণ হিসেবে তাঁরা বাংলাদেশে একটি তথাকথিত ইসলামি রাষ্ট্র কায়েমের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীরা বলেছেন, শুধু ধর্মীয় বিশ্বাস থেকেই এ ধরনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বা স্বপ্ন তৈরি হয়নি বরং বিভিন্ন আর্থ-

[১] সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ইমেইল : kchowdhury@du.ac.bd

[২] তৃতীয় লেখকের গবেষণা সহযোগী, অপরাধতত্ত্ব ও পুলিশ বিজ্ঞান বিভাগ, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল।

[৩] সহযোগী অধ্যাপক, অপরাধতত্ত্ব ও পুলিশ বিজ্ঞান বিভাগ, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল।

সামাজিক কারণ যেমন, দারিদ্র্য ও আপেক্ষিক বঞ্চনার সাথে ধর্মীয় বিশ্বাসের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমেই এই স্বপ্ন তৈরি হয়েছে এবং উদারনৈতিক ডিসকোর্সের মতে, এটিই বাংলাদেশে ধর্মীয় জঙ্গিবাদ এবং সহিংস উগ্রবাদ সৃষ্টির প্রধান কারণ। সবশেষে, জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীরা বিভিন্ন ধরনের দীর্ঘমেয়াদী কৌশল প্রস্তাব করেছেন। তাঁদের মতে, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাগুলো বাংলাদেশের জরাজীর্ণ ও ভঙ্গুর রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং শিক্ষাব্যবস্থা, বিশেষ করে মাদ্রাসা শিক্ষাসহ সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোগত ও গঠনমূলক পরিবর্তনের মাধ্যমে ভবিষ্যতে ব্যক্তির জঙ্গি হওয়ার প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করবে এবং জঙ্গিবাদকে প্রতিরোধ করবে। আমরা আশা করি, এই প্রবন্ধের শেষে পাঠক বাংলাদেশের জঙ্গিবাদের ব্যাপারে বাংলাদেশের উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের জঙ্গিবাদ সম্পর্কে অবস্থান এবং তাঁদের চিন্তার কাঠামোটি বুঝতে সক্ষম হবেন।

মূল শব্দ: জঙ্গিবাদ, উদারনৈতিক ডিসকোর্স, বুদ্ধিজীবী, উৎস, কারণ, প্রতিরোধ কৌশল।

ভূমিকা

সম্প্রতি, বিশেষ করে ২০০৫ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত সময়কালে, বাংলাদেশে বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠীর উত্থান এবং জঙ্গিবাদী আক্রমণের কারণে 'ইসলামি' জঙ্গিবাদ[১] একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। কেননা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের পর দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশকে জঙ্গিবাদের নতুন কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করেছে (রহমান, ২০১৬)। বাংলাদেশ সরকারও মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্য একটি নিরাপত্তা হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে জঙ্গিবাদবিরোধী পুলিশিং কর্মসূচি ও প্রচারণা পরিচালনা করে আসছে। বাশার (২০১৩) এবং রহমান (২০১৬) -এর মতানুসারে— বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের বিকাশে ইতোমধ্যেই তার প্রথম পর্বটি (১৯৯০ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত) সম্পন্ন করেছে এবং বর্তমানে দ্বিতীয় পর্বের কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত, যা শুরু হয়েছিল— ২০০৫ সালে সারা দেশে ৬৩ জেলায় সিরিজ বোমা হামলার মধ্য দিয়ে। অতি সম্প্রতি ২০১৬ সালের ১ জুলাই হোলি আর্টিজান রেস্তোরায় সংঘটিত জঙ্গি হামলা দ্বিতীয় পর্বের কর্মকাণ্ড, যদিও মাত্রিক বিচারে এটি বাংলাদেশের জঙ্গিবাদের ইতিহাসে একটি মাইলফলক।

সাম্প্রতিক বিভিন্ন জঙ্গি হামলা বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক জঙ্গিবাদের বৈশ্বিক সংলাপে গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করতে সাহায্য করেছে এবং ফলস্বরূপ বাংলাদেশের জঙ্গিবাদ নিয়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন আঙ্গিকের নানামুখি ডিসকোর্স তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি জঙ্গিবাদ-গবেষণার ক্ষেত্রে জঙ্গিবাদের ডিসকোর্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। গিথেন্স-মাজের ও ল্যামবার্ট (২০১০) এবং সাঘায়ে-বিরিয়া (২০১২) বিভিন্ন দেশের জাতীয় নীতি-কৌশল (policy) বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, জঙ্গিবাদী ডিসকোর্স মূলত একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক নির্মাণ অর্থাৎ সামাজিক ও ক্ষমতা-সম্পর্ক দ্বারা প্রভাবিত। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আহমেদ (2009) ক্রমবর্ধমান জঙ্গিবাদ সম্পর্কে বেগম খালেদা জিয়ার ২০০৫ সালের ১০ অক্টোবরের ভাষণটি বিশ্লেষণ

---

[১] জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম এবং একাডেমিক ডিসকোর্সে 'ইসলামি জঙ্গিবাদ' প্রত্যয়টিকে ঘিরে বিতর্ক থাকায়, আমরা এই প্রবন্ধে 'ইসলামি জঙ্গিবাদ' প্রত্যয়টির পরিবর্তে 'জঙ্গিবাদ' প্রত্যয়টি সমার্থক হিসাবে গ্রহণ করেছি। 'জঙ্গিবাদ' বলতে ব্যক্তি, গোষ্ঠী, অথবা সংগঠনের নামে বাংলাদেশে 'ইসলামি' সরকার অথবা শাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পরিচালিত অনিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন এবং সন্ত্রাসবাদ বুঝানো হয়েছে।

করেছেন। তিনি দাবি করেন যে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উত্থান, কারণ ও প্রতিরোধে সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে খালেদা জিয়ার বক্তব্য 'বাগড়ম্বরপূর্ণ,' যেখানে জনগণকে রাজনৈতিক স্বার্থে 'প্ররোচিত' করা হয়েছে। খান ও গোবিন্দস্বামী (২০১১) ছয়টি বাংলাদেশি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিশ্লেষণ করে দাবি করেছেন, সম্পাদকেরা জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছেন। তাঁরা দাবি করেন, যদিও বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৮৫% মুসলিম, কিন্তু জঙ্গিবাদকে ঘিরে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি মোটেও এরকম নয়।

সামাজিক গবেষণায় 'ডিসকোর্স' প্রত্যয়টি ফরাসি দার্শনিক এবং সমাজতাত্ত্বিক মিশেল ফুঁকোর (Mitchel Foucault) তত্ত্ব ও পদ্ধতির দ্বারা প্রভাবিত। ফুঁকো ডিসকোর্সকে সামাজিক অনুশীলন (social practice) দ্বারা জ্ঞানসৃষ্টির একটি উপায় হিসেবে বিবেচনা করেছেন (ফুঁকো, ১৯৭০)। ফুঁকোর বিবেচনায়, ডিসকোর্স কোনো একটি বিষয়ের বিশেষ অর্থ তৈরি করে এবং সেই অর্থটি বাস্তবজীবনের বিভিন্নক্ষেত্রে আমাদের ব্যবহার এবং অভিজ্ঞতার রূপায়ণে সাহায্য করে (ফেয়ারক্লফ, ১৯৯২; ভ্যান ডিজক, ১৯৯৭)। সাধারণভাবে 'ডিসকোর্স' অর্থ হলো মতাদর্শ, কাঠামো, বক্তব্য ও বর্ণনা (ফুক, ২০০২)। আমরা এই প্রবন্ধে ও আমাদের গবেষণায় ডিসকোর্সকে সাধারণ অর্থে গ্রহণ করেছি এবং অ-ফুঁকোসীয় ডিসকোর্স তত্ত্ব ও পদ্ধতি ব্যবহার করেছি। এর কারণ এই নয় যে আমরা ফুঁকোকে সমালোচনা করে ফুঁকোর ধারণাকে বাতিল করতে চাচ্ছি। প্রকৃত অর্থে আমাদের এই গবেষণা প্রবন্ধটি একটি বৃহৎ পরিকল্পনার ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। আমরা মূলত ফুঁকোসীয় ডিসকোর্স তত্ত্ব ও পদ্ধতির আলোকে বাংলাদেশের জঙ্গিবাদের ডিসকোর্স, সরকারের নীতি ও পরিকল্পনার পর্যায়ে কী ধরনের অনুশীলন (discipline) ও শাসন-মানসিকতা (governmentality) তৈরি করে অথবা আমাদের সমাজে মানুষের চিন্তা কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানে এই ডিসকোর্সের প্রভাব কী রকম, তা জানার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ সম্পর্কে সরকারের অতিরিক্ত সর্তকতা, জঙ্গিবাদ নিয়ে নৃতাত্ত্বিক মাঠকর্মের সীমবদ্ধতা ও মহাফেজখানার অভাব আমাদেরকে বাংলাদেশের উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণি এদেশের জঙ্গিবাদ নিয়ে কী ভাবছেন বা এতদ্বসংক্রান্ত তাঁদের ডিসকোর্স কী, এই বিষয়টি ভাবতে সাহায্য করে। তবে আমরা মনে করি এই প্রবন্ধে উত্থাপিত 'গণমাধ্যমে উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীদের জঙ্গিবাদের ডিসকোর্স: উৎস, কারণ এবং প্রতিরোধ কৌশল' আমাদের এই গবেষণাটি ভবিষ্যৎ গবেষণার কাঠামো তৈরি করার জন্য সহায়ক হবে।

আংশিকভাবে আমরা মনে করি, যে কোনো দেশের বুদ্ধিজীবী শ্রেণি সে দেশের জনসাধারণের সামাজিক মনোভাব ও রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ গঠনে অনস্বীকার্য প্রভাব সৃষ্টি করে। একারণে আমরা বাংলাদেশে ধর্মীয় জঙ্গিবাদ সম্পর্কে উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীদের ডিসকোর্স ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছি। এক্ষেত্রে আমাদের গবেষণাটি একটি গুণগত পদ্ধতি অনুসরণ করেছে। মার্শাল ম্যাকলুহানকে[২] অনুসরণ করে *দৈনিক প্রথম আলো* পত্রিকাকে উপাত্তের প্রাথমিক উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছি। কেননা *দৈনিক প্রথম আলো* বাংলাদেশে সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা সংবাদপত্র, যা তার উদারনৈতিক অবস্থানের জন্য সুপরিচিত। অধিকন্তু প্রথমত সার্কুলেশন সংখ্যার বিবেচনায় এটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ প্রচলিত এবং জনপ্রিয় সংবাদপত্র, যা ২০০৫ সালে জঙ্গিবাদের ক্রমবর্ধমান সমস্যা জনসাধারণের নজরে আনতে সম্মুখভাগে ছিল (রিয়াজ, ২০১৬)। দ্বিতীয়ত, *দৈনিক প্রথম আলো* তাদের সংবাদ নিবন্ধে

---

[২] ম্যাকলুহান দৃষ্টিকোণ থেকে মিডিয়া নিজেই একটি বক্তব্য প্রচার করে বা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দর্শনকে সমর্থন করে (ফিওর এবং ম্যাকলুহান, ১৯৬৭)।

ধর্মীয় মৌলবাদ, চরমপন্থা ও সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা ও বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তৃতীয়ত, *দৈনিক প্রথম আলো* গত প্রায় এক যুগ ধরে কোনো জঙ্গিপন্থি ব্যক্তি, সংগঠন বা গোষ্ঠীর কোনো নিবন্ধ ও সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেনি[৩], বরং এই দৈনিকটি ধর্মীয় জঙ্গিবাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে দেশের প্রায় সকল একাডেমিক ও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের মত এবং পর্যবেক্ষণ নিয়মিতভাবে মত, নিবন্ধ ও সাক্ষাৎকার আকারে প্রকাশ করেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই *দৈনিক প্রথম আলো*-প্রকাশিত বুদ্ধিজীবীদের ডিসকোর্সকে আমরা উদারনৈতিক বা লিবারেল ডিসকোর্স বলেছি।

এ লক্ষ্যে আমরা ৩০ জানুয়ারি ২০০৫ থেকে ২৭ ডিসেম্বর ২০১৬ সময় পর্যন্ত *দৈনিক প্রথম আলো* পত্রিকার মতামত পাতায় 'ধর্মীয় মৌলবাদ', 'চরমপন্থা', এবং 'ধর্মীয় জঙ্গিবাদ' নিয়ে লেখা বুদ্ধিজীবীদের নিবন্ধ এবং এ সকল বিষয়ে প্রকাশিত তাদের সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করেছি।[৪] আগস্ট থেকে অক্টোবর ২০১৮ পর্যন্ত তিন মাসব্যাপী মৌলবাদ, চরমপন্থা, ইসলামি মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ, ইসলামি জঙ্গিবাদ এবং সন্ত্রাসবাদ প্রভৃতি মূলশব্দ ধরে অনুসন্ধান চালিয়ে আমরা প্রাথমিকভাবে ২২২টি প্রবন্ধ ও সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করি এবং ১৪ টি প্রবন্ধ আমাদের গবেষণার বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে সর্বোমোট ২০৮টি প্রবন্ধ ও সাক্ষাৎকার চূড়ান্ত নমুনা হিসাবে গ্রহণ করি। এই ২০৮টি প্রবন্ধের লেখকের সংখ্যা হিসেব করে আমরা মোট ৭৩ জন লেখক বুদ্ধিজীবীকে শনাক্ত করি এবং তাঁদেরকে পেশা অনুসারে সাতটি ভাগে ভাগ করি। যেমন– আমলা, সুশীল সমাজ (এনজিও), সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক ও সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, নিরাপত্তা বিশ্লেষক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। পরবর্তীকালে আমরা এই সাত বুদ্ধিজীবী শ্রেণিকে বিশ্লেষণের দৃষ্টিকোণ থেকে চারটি ডিসকার্সিভ কাঠামোতে এবং নিবন্ধের বিষয়বস্তু (texts) প্রকাশিত কোডিং (manifest coding) এবং সুপ্ত কোডিং (latent coding)-এর মাধ্যমে চারটি ডিসকোর্সে বিভক্ত করি, যেমন– রাষ্ট্রীয় ডিসকোর্স (আমলা এবং নিরাপত্তা বিশ্লেষক), সুশীল সমাজ ডিসকোর্স (এনজিও কর্মকর্তা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক), মিডিয়া ডিসকোর্স (সাংবাদিক এবং প্রাবন্ধিক ও সাহিত্যিক) এবং রাজনৈতিক ডিসকোর্স (রাজনৈতিক ব্যাক্তিবর্গ)। কোডিং থেকে আমরা বাংলাদেশে ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদের উৎস, কারণ এবং প্রতিরোধ কৌশল অনুযায়ী উপাত্তকে উপস্থাপন করে বিভিন্ন থিম ও সাবথিম তৈরি করেছি। থিম এবং সাবথিমগুলো তৈরি করতে আমরা এক্সেল সিটের সাহায্য নিয়েছি এবং উপাত্ত বিশ্লেষণের

---

[৩] অধ্যাপক আলী রিয়াজ, রাজনীতি ও সরকার বিভাগ, ইলিনয় স্টেট ইউনিভারসিটি, যুক্তরাষ্ট্র-এর সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও আলোচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে।

[৪] বাংলাদেশে ইতোমধ্যে সংঘটিত জঙ্গিবাদী হামলার ধরন, প্রকৃতি এবং মাত্রা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, বাংলাদেশে বর্তমানে জঙ্গিবাদের যে ধারাটি সক্রিয় আছে সেই ধারাটির সময়ই আমাদের উপাত্তের সময় বলে বিবেচিত হবে। এক্ষেত্রে, আমরা এই প্রবন্ধের ভূমিকাতে আলোচনা করেছি যে, বাংলাদেশে এখন জঙ্গিবাদের দ্বিতীয় ধারাটি সক্রিয় আছে– যা ২০০৫ সালের সিরিজ বোমা হামলার মাধ্যমে সূচিত হয়েছে। এই যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ১ জানুয়ারি ২০০৫ সাল থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ সাল পর্যন্ত তথ্য উপাত্তেরর সময়সীমা নির্ধারণ করি। এখানে ২০১৬ সাল নেওয়ার পিছনে আমাদের যুক্তি হলো বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে মারাত্মক জঙ্গিবাদী হামলাটি হয় ২০১৬ সালের ১ জুলাই গুলশানের হোলি আর্টিজান রেঁস্তোরাতে– যা সারাবিশ্বে আলোড়ন তুলেছিল। আন্তর্জাতিক জঙ্গিগোষ্ঠী আইএস দাবি করে, এই হামলার পিছনে তারা দায়ী। তাই, ২০১৬ সালের এই হামলার পূর্ববর্তী বাংলাদেশি বুদ্ধিজীবীরা বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ নিয়ে কী ভাবছেন বা তাঁদের অবস্থান কী সেটি জঙ্গিবাদী ডিসকোর্সের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পদ্ধতি হিসেবে আমরা বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ (content analysis) বিষয়গত বিশ্লেষণ (thematic analysis),এবং আখ্যান বিশ্লেষণ পদ্ধতি (narrative analysis) ব্যবহার করেছি। তাছাড়া যেহেতু বাংলাদেশে 'ধর্মীয় চরমপন্থা', 'সন্ত্রাসবাদ', 'মৌলবাদ' শব্দগুলো প্রায়ই বিনিময়যোগ্যভাবে ব্যবহৃত হয় এবং ইংরেজিতে এই ধারণাগুলোর মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান, তাই আমরা আমাদের গবেষণায় ও এই প্রবন্ধে জঙ্গিবাদকে বুঝতে 'ধর্মীয় চরমপন্থা', 'সন্ত্রাসবাদ', 'মৌলবাদ' শব্দগুলো সমার্থিক শব্দ হিসাবে গ্রহণ করেছি। অধিকন্তু এই প্রবন্ধের যৌক্তিকতা বিচার এবং প্রাথমিক উপাত্তের ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য বিভিন্ন মাধ্যমিক উৎস, যেমন– প্রকাশিত নিবন্ধ, বই এবং প্রতিবেদনের সহায়তা নিয়েছি। এক্ষেত্রে মাধ্যমিক উৎসগুলো মূলত উপাত্তের সামাজিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে আমাদেরকে সাহায্য করেছে। এর জন্য আমরা মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সংবাদপত্র সংরক্ষণাগার এবং বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এছাড়াও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আমরা অনলাইনে *প্রথম আলো* পত্রিকার (সাবস্ক্রিপশন ভার্সন) আর্কাইভ ব্যবহার করেছি।

আমাদের দাবি হলো, এই গবেষণাটি একাডেমিক এবং পলিসি– উভয়ক্ষেত্রেই গুরুত্ববহন করে। প্রথমত, বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উদারনৈতিক ডিসকোর্স বুঝতে এবং ভবিষ্যতে এ সংক্রান্ত গবেষণার চিন্তা ও কাঠামো তৈরি করতে এই গবেষণাটি দিক-নির্দেশকের ভূমিকা পালন করবে। দ্বিতীয়ত, গবেষণাটি বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মকৌশল মূল্যায়ন করতে এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে সাহায্য করবে। আমরা আশা করি, এই প্রবন্ধের শেষে পাঠক বাংলাদেশের জঙ্গিবাদের ব্যাপারে বাংলাদেশের উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের জঙ্গিবাদ সম্পর্কে অবস্থান এবং তাঁদের চিন্তার কাঠামোটি বুঝতে সক্ষম হবেন।

প্রবন্ধটি মোট পাঁচটি অংশে বিভক্ত। প্রথম 'ভূমিকা' অংশে প্রবন্ধের ধারণা, যৌক্তিকতা, গুরুত্ব এবং পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে আমাদের গবেষণার ফলের ভিত্তিতে বাংলাদেশের জঙ্গিবাদের উৎস সম্পর্কে উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীগণের ডিসকোর্স বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ অংশে যথাক্রমে জঙ্গিবাদের কারণ এবং জঙ্গিবাদ প্রতিরোধের কর্মকৌশল সংক্রান্ত উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীগণের ডিসকোর্স বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সর্বশেষ উপসংহারে জঙ্গিবাদ সম্পর্কে উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীদের ডিসকোর্সের পর্যালোচনা, সারমর্ম ও ভবিষ্যৎ গবেষণার দিকনির্দেশনা আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের বক্তব্য হলো বুদ্ধিজীবীরা জঙ্গিবাদের উৎস, কারণ এবং প্রতিরোধ কৌশল নিয়ে যে উদারনৈতিক ডিসকোর্স তৈরি করেছেন সেটি রাজনৈতিক-অর্থনীতি- প্রভাবিত, মতাদর্শিক এবং মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলো অনেকাংশে উপেক্ষিত হয়েছে।

বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উৎস

বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উৎপত্তি বা উৎস কী? জঙ্গিবাদ কি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সমাজ ও রাজনীতি থেকেই সৃষ্টি হয়েছে? অথবা এই জঙ্গিবাদ কি বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, মতাদর্শ, আন্দোলন বা বিশ্বায়নের ফল? যদিও উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীরা বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের মূলত পাঁচটি উৎস– আন্তর্জাতিক জঙ্গি ও জঙ্গি সংগঠন, আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং রাজনৈতিক সংকট, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ধর্মীয় রাজনীতি এবং রাজনৈতিক

সংকট, মাদ্রাসা শিক্ষা, এবং অনলাইন ও ইন্টারনেট গণমাধ্যমকে চিহ্নিত করেন। তাঁরা আন্তর্জাতিক জঙ্গিবাদ এবং জঙ্গি সংগঠনকে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের আদর্শগত (ideological) উৎস হিসেবে দেখেছেন। এক্ষেত্রে আমলা এবং নিরাপত্তা বিশ্লেষক, সুশীল সমাজ, রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবী এবং গণমাধ্যম বুদ্ধিজীবীরা সকলে একমত যে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ বৈশ্বিক জিহাদের প্রভাব-সৃষ্ট আন্দোলন। বিশেষভাবে আমলা ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক বুদ্ধিজীবীরা অভ্যন্তরীণ উৎসের পরিবর্তে বহিরাগত উৎসগুলোর ওপর বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন। তাঁরা দাবি করেছেন যে জেএমবি ও অন্যান্য দেশীয় জঙ্গি সংগঠনগুলো আল-কায়েদা এবং তালেবানের মতো বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছে (আহসান, ২০০৫; হোসেন, ২০০৫খ; ২০০৬; ২০১৪; ২০১৬ক; ২০১৬গ; বর্মণ, ২০০৬; খান, ২০০৭; চৌধুরী, ২০০৯; রিয়াজ, ২০১৬ক; চৌধুরী, ২০১৬; রনো, ২০১৬)। বাংলাদেশে সংঘটিত ২০০৪ এবং ২০০৫ সালের জঙ্গি হামলা পর্যবেক্ষণ করে শাহেদুল আনাম খান বলেছেন, 'আমাদের দেশে যেসব ধর্মীয় সন্ত্রাসীগোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করেছে তাদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের হয়তো কোনো মৌলিক যোগসূত্র নেই, তবু তারা কোনো না কোনো ভাবাদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত। এবং এই নমুনা আমরা আত্মঘাতী হামলার মধ্যে দেখতে পাই' (খান, ২০০৭: পৃ. ১১)। গণমাধ্যম বুদ্ধিজীবীরাও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠনকে ভাবাদর্শগত উৎস হিসেবে বিবেচনা করেছেন (আহসান জে., ২০১৫; আহমেদ কে.,২০১৬; সুলতান, ২০১৬; জাকারিয়া, ২০১৬; হাসান, ২০১৫, ২০১৬; আলম, ২০১৬খ; মকসুদ, ২০১৬খ)। একইভাবে রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীরা ব্যতীত আমলা এবং নিরাপত্তা বিশ্লেষক, সুশীল সমাজ, এবং গণমাধ্যম বুদ্ধিজীবীরা আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং রাজনৈতিক সংকটকে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের অন্যতম উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁরা আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং রাজনৈতিক সংকট বলতে প্রধানত ১৯৭৯ সালে আফগান-সোভিয়েত যুদ্ধের সময় আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিকে দায়ী করেছেন (ইব্রাহিম, ২০০৭; হোসেন, ২০১৬খ; আখতার, ২০০৬; আকাশ, ২০০৫; হক, ২০০৫; রহমান, ২০০৬; আলম, ২০১৬ক)। এই বিষয়ে গণমাধ্যম-বুদ্ধিজীবীরা শুধু আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির দিকে ইঙ্গিত করেননি, বরং তাঁরা আরও একধাপ এগিয়ে বিভিন্ন দেশে পশ্চিমা বিশ্বের শোষণমূলক নীতি-পলিসিগুলোকে জঙ্গিবাদের উৎস হিসেবে দাবি করেছেন। মতিউর রহমানের মতে, 'আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসন, কাশ্মীর, চেচনিয়া ও ফিলিস্তিন সংকট বাংলাদেশের জঙ্গিবাদকে বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় রেডিকালাইজ বা চরম উগ্রতাদানের কিছুটা সুযোগ করে দিয়েছে' (রহমান, ২০০৬: পৃ. ১০)। অন্যদিকে সুশীল সমাজের বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্যটি বেশ আলাদা। সুশীল সমাজ বুদ্ধিজীবীরা দাবি করছেন, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ইসলামি দলের বা শক্তির সাফল্যও অন্য দেশে জঙ্গিবাদের উৎস হিসেবে কাজ করে। তাঁরা বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উত্থানের অন্যতম উৎস হিসেবে এই সফলতাকে চিহ্নিত করেছেন। তাঁদের মতে, ইরানে ইসলামি বিপ্লবের সাফল্য (সিদ্দিকী, ২০০৫; মনিরুজ্জামান, ২০০৫) এবং আফগানিস্তানে তালেবান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা (মনিরুজ্জামান, ২০০৫) বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুসলিমদেরকে শুধু নিজেদের দেশে একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়ে উগ্রবাদীই করেনি, বরং জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করেছে।

যদিও বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উৎস হিসাবে অভ্যন্তরীণ ধর্মীয় রাজনীতি ও রাজনৈতিক সংকট এবং মাদ্রাসাকে ঘিরে বিভিন্ন ধরনের জল্পনা-কল্পনা প্রচলিত আছে (আহমেদ এম., ২০০৪;

মুশতাক, সাদিক ও ইজাজ, ২০১৪), তথাপি সুশীল সমাজের বুদ্ধিজীবীরা মাদ্রাসাকে জঙ্গিবাদের উৎস হিসেবে খুব বেশি গুরুত্ব দেননি। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো– আমলা এবং নিরাপত্তা বিশ্লেষক এবং গণমাধ্যম- বুদ্ধিজীবীরা মাদ্রাসাকে ঢালাওভাবে দোষারোপ করেননি, বরং মাদ্রাসা শিক্ষা, বিশেষত কওমি মাদ্রাসার নিম্নমানের শিক্ষা এবং শিক্ষা শেষে ছাত্রদের কর্মসংস্থানের অভাবকে তাদের উগ্রপন্থার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন (আলী, ২০০৫গ; হক, ২০০৫; কাইয়ুম, ২০০৬)। এ ব্যাপারে এ এম এম শওকত আলীর বক্তব্যটি প্রনিধানযোগ্য। তিনি মনে করেন, 'এ কথা অনস্বীকার্য যে, মাদ্রাসা শিক্ষার সীমাবদ্ধতার কারণে শিক্ষার্থীরা পরে সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্ত হতে ব্যর্থ হয়। চাকরি ক্ষেত্রেও নিয়োগ লাভ করা তাদের জন্য হয়ে পড়ে দুঃসাধ্য। একারণেই তারা সহজে শিকার হয় ধর্মভিত্তিক প্রলোভনের' (আলী, ২০০৫গঃ পৃ. ১০)। অপরদিকে যদিও রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীরা মাদ্রাসাকে জঙ্গিদের নিয়োগক্ষেত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাঁরা তাঁদের এই অবস্থানের কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করেননি (মেনন, ২০০৫ক)। রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীরা মাদ্রাসা এবং জঙ্গিবাদের উৎসকে ঘিরে একটি অর্থপূর্ণ আলোচনা তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ধর্মীয় রাজনীতি ও রাজনৈতিক সংকট প্রসঙ্গে সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম- বুদ্ধিজীবী এবং রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীরা ধর্মীয় রাজনীতি বলতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এবং বাংলাদেশ জামায়েতে ইসলামী (জামায়াতে ইসলাম)-এর ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকেই বুঝিয়েছেন এবং জামায়াতে ইসলামকে জঙ্গিবাদের মাতৃস্থানীয় সংগঠন এবং উগ্রপন্থার উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন (ইসলাম, ২০১৪, ২০১৫; রিয়াজ, ২০১৬ক)। রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীরা দাবি করেন, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশে বিভিন্ন সন্ত্রাসীগোষ্ঠীর প্রকৃত মদদদাতা এবং তাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এদেশের জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটেছে (মেনন, ২০০৫ক, ২০০৫গ, ২০০৫ঘ; নুর, ২০০৫)। সুশীল সমাজের বুদ্ধিজীবীরা বিভিন্ন মৌলবাদীগোষ্ঠী, যেমন- জামায়াতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ, লস্কর-ই-তৈয়বা, হিজবুত তাহরির বা হিজবুত তৌহিদকে জামাত-শিবিরের 'নিয়ন্ত্রিত' সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করেছে (ইসলাম, ২০১৪)। তবে গণমাধ্যম বুদ্ধিজীবীরা বাংলাদেশে উগ্রবাদের উৎস হিসেবে শুধু জামায়াত এবং বিএনপিকে দায়ী করেনি, বরং ১৯৭৫ থেকে ১৯৮০-এর দশকের সামরিক শাসন এবং তাদের ইসলামিকরণ নীতি এবং তৎকালীন রাজনৈতিক সংকটকে বিশেষভাবে দায়ী করেছেন (রহমান, ২০০৬)। গণমাধ্যম-বুদ্ধিজীবীদেরও দাবি হচ্ছে, ইসলামিকরণের নীতিগুলো, বিশেষ করে– ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে ঘোষণা এবং সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাদ দেওয়া বাংলাদেশে ধর্মীয় উগ্রবাদ এবং জঙ্গিবাদের উৎস হিসেবে কাজ করেছে (মকসুদ, ২০০৫; আহমেদ, ২০১৬)।

যদিও সমসাময়িককালে বাংলাদেশে অনলাইন র‍্যাডিকালাইজেশন বা অনলাইনের মাধ্যমে উগ্রবাদী চিন্তা প্রসারের অনেক নজির আছে, তথাপি উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীরা অনলাইনকে জঙ্গিবাদের উৎস হিসেবে খুব বেশি গুরুত্ব প্রদান করেননি, তবে গণমাধ্যম বুদ্ধিজীবীরা ব্যতিক্রম। তাঁরা হোলি আর্টিজানের ঘটনার পর এই উৎসের দিকে নজর দিয়েছেন; এবং তাঁদের মতে, হোলি আর্টিজান রেস্তোঁরায় আক্রমণের প্রেক্ষাপটে তরুণরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জঙ্গিগোষ্ঠীর উগ্র প্রচারের সাথে পরিচিত হচ্ছে (আহমেদ কে, ২০১৬; ওয়াসিফ, ২০১৬)।

বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের কারণ

উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীরা মূলত বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের চারটি কারণ চিহ্নিত করেছেন: ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এবং শোষণমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক অসমতা, দারিদ্র্য, ও আপেক্ষিক বঞ্চনা, এবং ধর্মীয় বিশ্বাস ও মতাদর্শ। এই কারণগুলোর মধ্যে সকল বুদ্ধিজীবী শ্রেণিই অর্থাৎ আমলা ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম বুদ্ধিজীবী এবং রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবী–মৌলবাদী গোষ্ঠীকর্তৃক বাংলাদেশে একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা বা স্বপ্নকে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এই বুদ্ধিজীবীদের মতে, মৌলবাদীগোষ্ঠী এদেশে এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখে, যা গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি পরিহার করে তথাকথিত ইসলামি আইন দ্বারা পরিচালিত হবে (খান, ২০০৫; মনিরুজ্জামান, ২০০৫; নজরুল, ২০১৬খ; সিদ্দিকী, ২০০৬)। এক্ষেত্রে আমলা ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক এবং গণমাধ্যম-বুদ্ধিজীবীরা ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এই স্বপ্নকে 'প্যান ইসলামিজম' দর্শনের অংশ মনে করেন, যার লক্ষ্য হলো সারা বিশ্বে ইসলামি খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা (আলী, ২০০৫ক; হোসেন, ২০০৫খ; হাফিজউদ্দিন, ২০০৭; মাজহার, ২০০৫ক; আহমেদ, ২০১৬; মকসুদ, ২০১৬ক)। অন্যদিকে রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীরা ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এই স্বপ্নকে প্যান ইসলামিজমের দৃষ্টি থেকে না দেখে আঞ্চলিক এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টি থেকে দেখেছেন। এ প্রসঙ্গে মুশতাক হোসেনের বক্তব্য হলো, 'মুসলিম উগ্রপন্থিদের লক্ষ্য হচ্ছে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, যে ধর্মরাষ্ট্র আমরা ১৯৪৭ সালে প্রত্যক্ষ করেছি এবং ১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে তার কবর রচনা করেছি' (হোসেন, ২০০৫: পৃ. ১০)।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে শোষণমূলক, বিভাজনমুখি, এবং অগণতান্ত্রিক। আমলা ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক এবং গণমাধ্যম-বুদ্ধিজীবীদের দাবি, বাংলাদেশের এই রাজনৈতিক সংস্কৃতিই জঙ্গিবাদের উত্থান এবং বিস্তারের অন্যতম কারণ (খান, ২০০৫; হোসেন, ২০০৫খ; আলম, ২০১৪)। আমলা ও নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের মতে, বাংলাদেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে ক্রমাগত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কারণে যে অনিরাপদ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, সেটি জঙ্গিবাদীগোষ্ঠীর জন্য আশীর্বাদ হিসেবে কাজ করেছে। এ প্রসঙ্গে মেজর জেনারেল (অবঃ) মনজুর রশীদ খান বলেন, 'বিরোধী দল সন্ত্রাস দমনের চেয়ে সরকার হটানোকেই প্রাধান্য দিচ্ছে। আর ক্ষমতাসীন দল বিরোধী দলকে শায়েস্তা করার সুযোগ নিচ্ছে। এমনি পরিবেশে সহিংসতা আর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বেড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো দুই প্রধান দলের বৈরীতার সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে চলেছে' (খান, ২০০৫: পৃ. ১১)। এখানে দুই প্রধান দল বলতে বাংলাদেশের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল— আওয়ামী লীগ এবং বিএনপিকে বোঝানো হয়েছে। অধিকন্তু আমলা ও নিরাপত্তা বিশ্লেষকগণ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বাক-স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের অভাবকে জঙ্গিবাদের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন (হোসেন, ২০১৬ক)। অন্যদিকে গণমাধ্যম বুদ্ধিজীবীগণ আমলা ও নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের মতো বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে জঙ্গিবাদের পরোক্ষ কারণ হিসেবে উল্লেখ করেননি, বরং তাঁরা দাবি করেছেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন ও সরকারের যেমন, বিএনপি-জামাত সরকার ও ২০০৭ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ বিস্তার লাভ করেছে (আলম, ২০১৪)। এ প্রসঙ্গে জঙ্গিবাদ সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আব্দুল কাইয়ুম বলেছেন:

> [...] পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে রীতিমতো সহযোগিতা পেয়েছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন এলাকার জঙ্গি তৎপরতা। জঙ্গিদের মোটামুটি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে তারা নির্বিঘ্নে তৎপরতা চালিয়ে যেতে পারবে, বিচার-আচার, শাস্তির ভয় তেমন নেই। এই অনুকূল জমি পেয়ে উগ্র ধর্মীয় মতবাদের ভিত্তিতে সহিংস তৎপরতা বিস্তার লাভ করতে থাকে (কাইয়ুম, ২০০৫ক: পৃ. ৯)।

অন্যদিকে সুশীল সমাজ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক নিপীড়নের একটি ভিন্ন আঙ্গিকের সাথে জঙ্গিবাদ উত্থানের কথা বলেছেন। তাঁরা বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের কারণ হিসেবে শুধু প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের দ্বন্দ্ব বা অগণতান্ত্রিক অবস্থার কথা বলেননি, তাঁরা তাঁদের বক্তব্যে আরও বেশি সুনির্দিষ্ট। তাঁদের মতে, পুঁজিবাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের পরাজয় (আকাশ, ২০০৫; হক, ২০১৬), এবং বামপন্থী সম্প্রদায়ের ওপর ক্রমাগত রাজনৈতিক বিষোদগার (খান, ২০০৫) বাংলাদেশে উগ্রবাদ এবং জঙ্গিবাদ বিকাশে সাহায্য করেছে।

যদিও জঙ্গিবাদের উত্থান ও বিকাশে আর্থ-সামাজিক কারণ হিসেবে একাডেমিক গবেষণায় 'দারিদ্র্য' একটি জনপ্রিয় ধারণা (ত্রিপাঠি, ২০১৫; আলম, আলম এবং খান, ২০০৬; ফেয়ার, হামজা এবং হেলার, ২০১৭), বাংলাদেশের উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কেবল সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যম -বুদ্ধিজীবীগণ এই কারণটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এক্ষেত্রে সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যম-বুদ্ধিজীবীগণ শুধু দারিদ্র্যকে জঙ্গিবাদের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেননি, বরং জঙ্গিবাদ বিকাশের জন্য সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য, শ্রেণি সংগ্রাম এবং তুলনামূলক বঞ্চনাকে দায়ী করেছেন (মাজহার, ২০০৫ক; রিয়াজ, ২০১৬খ; চৌধুরী, ২০১৬; মুহাম্মদ, ২০১৬)। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আলী রিয়াজ বলেন, 'বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তরুণদের একটা বড় অংশ যে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও জঙ্গি হয়ে উঠেছে, তার একটা কারণ এই আপেক্ষিক বঞ্চনা বলে আমার ধারণা' (রিয়াজ, ২০১৬)। অধিকন্তু, সুশীল সমাজ বাংলাদেশে আপেক্ষিক বঞ্চনার দুটি প্রধান উৎস চিহ্নিত করেছেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবিচার (চৌধুরী, ২০১৬: পৃ. ১১) এবং দুর্নীতি ও দারিদ্র্য (মজুমদার, ২০১৫)। সুশীল সমাজের মতো, গণমাধ্যম-বুদ্ধিজীবীরাও অর্থনৈতিক বৈষম্য (মাজহার, ২০০৫ক), দারিদ্র্য (মোমেন, ২০০৫) এবং আপেক্ষিক বঞ্চনাকে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এক্ষেত্রে সৈয়দ আবুল মকসুদ (২০১৬খ) বৃহত্তর সম্প্রদায়ের আপেক্ষিক বঞ্চনা চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, আমাদের সমাজে চেতনার নামে এমন একটি বিভাজন ঘটেছে, যা সমাজের বৃহত্তর অংশকে আপেক্ষিক বঞ্চনার বোধে জর্জরিত করছে এবং এই বেদনাবোধ ব্যক্তিকে জঙ্গিবাদে উৎসাহিত করে। সৈয়দ আবুল মকসুদের ভাষায়:

> আজ একটি শ্রেণি মুক্তিযুদ্ধের নামে সুবিধা নেয়ার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ায় বৃহত্তর সমাজের মধ্যে বঞ্চনা বোধের জন্ম হচ্ছে। যে ছেলে বা মেয়েটি জানে দেশের জন্য তার দাদা বা বাবার ত্যাগ আছে, অথচ তার পরিবার কিছুই নেয়নি রাষ্ট্র থেকে, অন্যদিকে যার বা যার বাপ-দাদার কিছুমাত্র অবদান নেই, সে পাচ্ছে রাষ্ট্র থেকে অনৈতিক সুবিধা, তার মধ্যে বঞ্চনা থেকে ক্রোধ বা ক্ষোভের জন্ম হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বঞ্চনার প্রতিশোধ নিতে মানুষ অপকর্ম করতে পারে। প্রতিশোধ স্পৃহা থেকে মানুষ হিংস্র হয়ে উঠতে পারে। সে হিংস্রতার যে নামই দেওয়া হোক, জঙ্গিবাদ বা অন্য কিছু (মকসুদ, ২০১৬খ: পৃ. ১০)।

অন্যদিকে আমলা ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক, সুশীল সমাজ, এবং গণমাধ্যম-বুদ্ধিজীবীরা বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ উত্থান ও বিকাশের মতাদর্শিক কারণ হিসেবে ধর্মীয় বিশ্বাসকে বিশেষভাবে দায়ী করেছেন।

এক্ষেত্রে আমলা ও নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের দাবি ধর্মীয় বিশ্বাস, বিশেষত মৌলবাদী বিশ্বাস, মানুষকে ধর্মান্ধতার দিকে নিয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ ২০০৫ সালের ৩ অক্টোবর আত্মঘাতী বোমা হামলার অভিযোগে গ্রেপ্তারকৃত 'জঙ্গি মামুন'-এর ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে সামরিক বিশ্লেষক এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, 'তার আত্মঘাতী পন্থা অবলম্বনের কারণ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বা বিচ্ছিন্নবাদ নয়, তার 'মোটিভেশন' ধর্মীয় বিশ্বাস। এই ভাবাদর্শ বা আইডোলজিতে যারা যারা দীক্ষিত এবং আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত, তাদের কাছে এটাই চরম সত্য' (হোসেন, ২০০৫গ: পৃ. ১১)। একইভাবে সুশীল সমাজও বিশ্বাসের কাঠামোকে ধর্মীয় জঙ্গিবাদের অন্যতম কারণ হিসেবে দেখেছেন। উদাহরণস্বরূপ আনু মুহাম্মদ দাবি করেছেন, '[পহেলা] জুলাই যারা গুলশানে নৃশংস ভয়ংকর এক অধ্যায় তৈরি করল, তাদের সম্পর্কে যা জানা যায় তাতে তাদের এই ভূমিকার পেছনে কাজ করেছে এমন এক বিশ্বাসকাঠামো, যা তাদের এই অসম্ভব ভূমিকায় নামিয়েছে' (মুহাম্মদ, ২০১৬: পৃ. ১০)। তাছাড়া সুশীল সমাজ আরও কিছু মতাদর্শ এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের কথা বলেছেন, ব্যক্তির জঙ্গি হওয়ার প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। উদাহরণস্বরূপ অন্য বিশ্বাসের বা মতাদর্শের মানুষকে ছোট করে দেখার প্রবণতা (ইসলাম, ২০১৬) এবং স্বর্গে যাওয়ার একমুখী টিকেটে বিশ্বাস (আখতার, ২০০৬; খান, ২০০৫)।

গণমাধ্যম-বুদ্ধিজীবীরা আমলা ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক এবং সুশীল সমাজের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তাঁরা ধর্মীয় বিশ্বাসকে সাধারণভাবে দায়ী করেননি। তাঁদের দাবি, ধর্মের নেতিবাচক উপস্থাপন এবং ভুল ব্যাখ্যা মানুষকে উগ্রপথের দিকে নিয়ে যায়। এক্ষেত্রে গণমাধ্যম-বুদ্ধিজীবীদের দাবি, গণমাধ্যমে ইসলামকে প্রগতিবিরোধী হিসেবে উপস্থাপন এবং তার নেতিবাচক স্টেরিওটাইপিং শুধু ধর্মভীরু জনগোষ্ঠীর মনে আঘাতই করে না, বরং প্রগতিশীল শক্তির প্রতি উদাসীনতাও সৃষ্টি করে। প্রতিক্রিয়া হিসেবে অনেকে উগ্রপন্থা গ্রহণ করে (মাজহার, ২০০৫খ)। অধিকন্তু ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা এবং জঙ্গিবাদে তরুণদের আকৃষ্ট হওয়ার কারণ ব্যাখা করতে গিয়ে কুররাতুল-আইন-তাহমিনা দাবি করেন, 'তারুণ্য আদর্শ খোঁজে, বিশ্বাস আঁকড়ে ধরতে চায়, রোমাঞ্চ খোঁজে। রাগে-ক্ষোভে-বঞ্চনায় সহিংসও হয়তো হতে পারে। ইসলামের নামে কিশোর-তরুণদের ভুল বুঝিয়ে প্রভাবিত করা যায়, এমন একটি মোটা দাগের ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে' (তাহমিনা, ২০১৬: পৃ. ৬)।

জঙ্গিবাদ প্রতিরোধের কৌশল

বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীরা পাঁচ ধরনের কৌশলের কথা বলেছেন। কৌশল পাঁচটি হচ্ছে- রাজনৈতিক সংস্কৃতির সংস্কার, শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার, সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি, ঐক্যভিত্তিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরিকরণ, এবং প্রশাসনিক ও আইনানুগ ব্যবস্থাগ্রহণ। যদিও উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীদের সবাই বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে রাজনৈতিক সংস্কারের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন, কিন্তু রাজনৈতিক সংস্কারের সংজ্ঞায়ন এবং উপলব্ধিতে বুদ্ধিজীবীগণের মধ্যে দুটি ধারা স্পষ্ট। আমলা ও নিরাপত্তা বিশ্লেষকগণ যেখানে 'রাজনৈতিক সংস্কার' বলতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিরাজমান কোন্দল এবং বিভাজনের সমাপ্তি চেয়েছেন (চৌধুরী, ২০১৬; হোসেন, ২০১৪), সেখানে সুশীল সমাজ, রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবী এবং গণমাধ্যম-বুদ্ধিজীবীরা মূলত রাজনীতিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দিয়েছেন (বর্মণ, ২০০৬; নজরুল, ২০১৬ক; হোসেন, ২০১৫; মেনন, ২০০৫খ; আহমেদ, ২০১৫)। আমলা ও নিরাপত্তা বিশ্লেষকগণের দাবি, বাংলাদেশের সমাজ রাজনৈতিক এবং আদর্শগত দিক থেকে চরমভাবে বিভক্ত। এ বিভক্তির

কারণে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মাঝে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা ইতোমধ্যেই ঘটে গেছে। এই বিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়াকে বন্ধ করতে হবে এবং যারা ইতোমধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, তাদের মূল ধারায় ফিরিয়ে আনতে হবে (হোসেন, ২০১৪)। অন্যদিকে সুশীল সমাজ ব্যক্তির উগ্রবাদী বা র‍্যাডিকালাইজেশনের প্রক্রিয়া বন্ধ করতে রাজনীতির গণতন্ত্রায়ণের মাধ্যমে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দিয়েছেন (বর্মণ, ২০০৬; নজরুল, ২০১৬ক)। এক্ষেত্রে সুশীল সমাজের দাবি, দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পুনরুদ্ধার এবং তার সংরক্ষণ করতে হবে (মনিরুজ্জামান, ২০০৫; আহমেদ, ২০১৫)। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ বলেন:

> একটি সুস্থ ও স্বচ্ছ রাজনৈতিক পরিস্থিতি জঙ্গিবাদের জন্য সহায়ক হতে পারে না। কিন্তু আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতি দেখুন, রাজনৈতিক দলগুলোর সভা সমাবেশ, মিটিং-মিছিল বা এ ধরনের কিছু করার সুযোগ নেই। [...] জঙ্গিবাদ বিস্তারের ভয় দূর করতে হলে সুস্থ, স্বাভাবিক ও গণতান্ত্রিক পরিচয় নিশ্চিত করতে হবে (আহমেদ, ২০১৫: পৃ. ১১)।

সুশীল সমাজের মতো রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীগণও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পুণরুদ্ধার, শক্তিশালীকরণ এবং সংরক্ষণের কথা বলেছেন। রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবী রাশেদ খান মেননের মতে:

> ১৭ আগস্টের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ইসলামের নামে মধ্যযুগীয় বর্বর এসব জঙ্গিগোষ্ঠীর যুদ্ধ নয়। যুদ্ধের রাজনৈতিক লক্ষ্যের ঘোষণামাত্র। দেশের গণতান্ত্রিক শক্তি যদি এই ঘোষণাকে কানে নিয়ে নিজেরা সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হয়, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সত্তাকে টিকিয়ে রাখতে চায়, টিকিয়ে রাখতে চায় মুক্তিযুদ্ধের অর্জনসমূহকে তাহলে দেশ ও জাতি রক্ষা পাবে (মেনন, ২০০৫খ: পৃ. ৮)।

এছাড়া জঙ্গিবাদ প্রতিরোধের জন্য রাজনৈতিক সংস্কারের অংশ হিসেবে অনেকে বাংলাদেশে জামায়াতের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছেন (মেনন, ২০১৬)। অপরদিকে গণমাধ্যম-বুদ্ধিজীবীদের মতে, বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ করতে হলে একে অবশ্যই একটি রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি তৈরির পাশাপাশি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে (হাসান, ২০১৫)।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি সংস্কারের পাশাপাশি উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীগণের মধ্যে তিন শ্রেণি– আমলা ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক, গণমাধ্যম-বুদ্ধিজীবী এবং সুশীল সমাজ জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের ওপর জোর দিয়েছেন। এক্ষেত্রে আমলা ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক (খান, ২০০৫) এবং গণমাধ্যম-বুদ্ধিজীবীরা কওমি মাদ্রাসার নিম্নমানের শিক্ষার সংস্কারের কথা বলেছেন (হক, ২০০৫; কাইয়ুম, ২০০৬; খান, ২০১৬) অন্যদিকে সুশীল সমাজ বাংলাদেশের সার্বিক শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের কথা বলেছেন। আমলা ও নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের দাবি কওমি মাদ্রাসার যে কোনো ধরনের সংস্কারের উদ্যোগকে মাদ্রাসা-সংশ্লিষ্টরা মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং নিজেদের অস্তিত্বের সংকট হিসেবে বিবেচনা করে। এ প্রসঙ্গে আমলা ও নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের বক্তব্য হলো রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবং মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের উপকারের স্বার্থে সরকারকে তাদের বোঝাতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে (খান, ২০০৫)। কিন্তু সুশীল সমাজের দাবি, উগ্রপন্থা প্রতিরোধে সঠিক শিক্ষা নিশ্চিত করা দরকার। কারণ একজন সুশিক্ষিত মানুষকে সহজে জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডে প্ররোচিত করা যায় না, শিক্ষা নিজেই একটি প্রতিরোধী ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে (সিদ্দিক, ২০০৫; বর্মণ, ২০০৬)। তবে এখানে সঠিক বা যথাযথ শিক্ষার ধারণাটি বেশ সমস্যাপূর্ণ। কারণ এটি একটি আপেক্ষিক বিষয়। তাই এর যথাযথ সংজ্ঞা দেয়া জরুরি। এ প্রসঙ্গে শহিদুল ইসলামের

বক্তব্য হলো, 'এর থেকে বেরিয়ে আসার উপায় হলো, প্রকৃত শিক্ষা। আধুনিক, গণতান্ত্রিক, এবং বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষার মাধ্যমে এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা যায়' (ইসলাম, ২০০৬: পৃ. ১০)। অর্থাৎ এখানে 'সঠিক শিক্ষা' বলতে আধুনিক, গণতান্ত্রিক এবং বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে।

জঙ্গিবাদীগোষ্ঠী সমাজে তাদের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করতে চায়। এটি তাদেরকে সংগঠনের জন্য নতুন সদস্য সংগ্রহ করতে সাহায্য করে। আফগানিস্তানে জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামকে রক্ষার নামে ১৯৮০-র দশকে কীভাবে বিভিন্ন দেশ থেকে মুজাহিদ সংগ্রহ করেছিল, তা সকলের জানা। সাম্প্রতিককালে সিরিয়ার রণক্ষেত্রে আইএসের পক্ষে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে শতশত মুসলিম তরুণ দেশত্যাগ করে। এই প্রবণতার পেছনে ধর্মীয় আবেগ কাজ করলেও জঙ্গিগোষ্ঠী প্রচারণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সুতরাং জঙ্গিবাদ রোধে এই মগজধোলাইের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ সৃষ্টি করা অতীব জরুরি। বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে বাংলাদেশের উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীগণের মধ্যে আমলা ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক, গণমাধ্যম-বুদ্ধিজীবী এবং সুশীল সমাজ জঙ্গিবাদ বিষয়ে সামাজিক সচেতনা সৃষ্টির কথা বলেছেন। তবে এক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীগণের মধ্যে সামাজিক সচেতনা সৃষ্টির কৌশল নিয়ে মতপার্থক্য আছে। সুশীল সমাজ যেখানে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মাধ্যমে জঙ্গিবাদের নেতিবাচকতা সম্পর্কে সচেতনা সৃষ্টির কথা বলেছেন, সেখানে আমলা ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক এবং গণমাধ্যম-বুদ্ধিজীবীগণ জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে প্রতি–প্রচারণার মাধ্যমে সচেতনা সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। সুশীল সমাজের বুদ্ধিজীবী মুহাম্মদ আব্দুল মুমিন খান দাবি করেন, দেশের আলেম সমাজ, ধর্মীয় নেতা, মাদ্রাসার শিক্ষক, মসজিদের ইমাম ও খতিবদেরকে সমাজে সচেতনতা সৃষ্টিতে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে (খান, ২০০৮)। এ বিষয়ে তিনি একটি কৌশল গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর মতে:

> সারা দেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদবিরোধী ইসলামি মহাসম্মেলনের আয়োজন করা উচিত। কারণ এ ব্যাপারে আলোচনা যত বেশি হবে, ততই মানুষ আরও স্বচ্ছ ধারণা লাভে সক্ষম হবে। এটি সন্ত্রাসবাদ বিরোধী ইসলামের শান্তির বাণীকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও আন্তধর্মীয় সংলাপের শান্তিপূর্ণ সূচনা হতে পারে (খান, ২০১০: পৃ. ১২)।

অন্যদিকে আমলা ও নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের মতে, আমাদের দেশে জঙ্গিবাদীগোষ্ঠী বাংলাদেশের সংবিধান ও বিভিন্ন আইনকে ইসলাম বিরোধী বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে। তাদের এই বিভ্রান্তিকর প্রচারণার বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি জরুরি। এ প্রসঙ্গে খান (২০০৫)-এর দাবি হচ্ছে, বাংলাদেশের আলেম সমাজকে প্রচার করতে হবে যে বাংলাদেশের আইন এবং সংবিধান ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। সমসাময়িককালে ইতিহাসের নিকৃষ্টতম জঙ্গিবাদী সংগঠন আইএসের কর্মকাণ্ড থেকে দেখা যায়, তারা সমাজে জঙ্গিবাদের পক্ষে এক ধরনের জঙ্গিবাদী প্রচারণা ছড়িয়ে দিচ্ছে, যা ব্যক্তির র‍্যাডিকালাইজেশনের একটি প্রক্রিয়া। উদাহরণস্বরূপ হোলি আর্টিজান হামলার পরে আইএসের প্রকাশিত 'দ্য শহুদা অব দ্য গুলশান অ্যাটাক (The Shuhda of the Gulshan Attack)' নামক একটি প্রবন্ধে নিহত জঙ্গিদের আত্মদানকে মহিমান্বিত করে প্রচার করা হয়। এ ধরনের প্রচার অনেক তরুণ-তরুণীকে জঙ্গিবাদের পথে ধাবিত করে। এই ঘটনা সাপেক্ষে সাখাওয়াত হোসেন জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে সমাজে জঙ্গিবাদের প্রতি–প্রচারণার (counter narrative) পরামর্শ দেন। তাঁর মতে:

এ ধরনের আগ্রাসী এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রচারণার বিরুদ্ধে সরকার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যে কৌশল গ্রহণ করা উচিত তা এক ধরনের প্রতি-প্রচারণা (counter narrative)। তবে এ ধরনের প্রতি-প্রচারণাও হতে হবে কার্যকর ও যৌক্তিক। দাঁড় করাতে হবে জঙ্গিতত্ত্বের বিপরীতে ধর্মের কার্যকর ব্যাখ্যা ও সঠিক তত্ত্ব। পাশাপাশি এই প্রতি-প্রচারণা হতে হবে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে (হোসেন, ২০১৬গ: পৃ. ১০)।

আমলা ও নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের মতোই গণমাধ্যম-বুদ্ধিজীবীরাও সমাজে প্রতি-প্রচারণা ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে জঙ্গিবাদ প্রতিরোধের কথা বলেছেন (আলম, ২০১৬গ; ফেরদৌস, ২০১৪)। এক্ষেত্রে মশিউল আলম (২০১৬গ) ইন্টারনেটভিত্তিক প্রচারণার কথা বলেছেন।

জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনার পাশাপাশি বাংলাদেশের উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীগণের মধ্যে আমলা ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক এবং রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীগণ ঐক্যভিত্তিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিরোধ কৌশলের কথা বলেছেন। ঐক্যভিত্তিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উদ্যোগ বলতে তাঁরা সাধারণভাবে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি এবং পেশার মানুষকে সহিংস সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে তোলার কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে আমলা ও নিরাপত্তা বিশ্লেষকগণ প্রতিরোধ ব্যবস্থার মধ্যে সাধারণ জনগণ, সরকার এবং সুশীল সমাজকে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং রাজনৈতিক ও জাতীয় ঐক্যের কথা বলেছেন (হোসেন, ২০০৫ক, ২০০৫খ; খান, ২০০৫)। এ প্রসঙ্গে এম সাখাওয়াত হোসেনের বক্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মনে করেন, 'সন্ত্রাস দমনে সরকারের তাৎক্ষণিক অর্জনের পাল্লা ভারি। এখন যা প্রয়োজন তা হলো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করা, জিরো টলারেন্স থেকে জিরো টেররিজম-এর দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা নেওয়া। এর জন্য প্রয়োজন হবে রাজনৈতিক, গণতান্ত্রিক ও সামাজিক মতৈক্য' (হোসেন, ২০১৬খ: পৃ. ১০)। রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীগণও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে সামাজিক ঐক্য এবং সংহতির প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। এ প্রসঙ্গে এনাম আহমেদ চৌধুরী বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিভাজনকে সমালোচনা করে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্যের কথা বলেছেন। তাঁর বক্তব্যটি হলো, 'এখন প্রমাণিত হলো আন্তর্জাতিক চক্রের জাল বিস্তৃত হয়েছে সমাজের সর্বস্তরে। আর তাই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দমনের মানসে কাদা ছোড়াছুড়ি না করে সন্ত্রাস দমনে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে সর্বদলীয় ঐক্যভিত্তিক আদর্শকেন্দ্রিক সার্বিক উদ্যোগ' (চৌধুরী, ২০১৬: পৃ. ১১)।

সর্বশেষ প্রতিরোধ কৌশল হিসেবে বাংলাদেশের উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আমলা ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক এবং গণমাধ্যম-বুদ্ধিজীবীরা প্রশাসনিক ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। প্রশাসনিক এবং আইনানুগ ব্যবস্থা বলতে দেশের প্রচলিত আইন এবং আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাকে বোঝায়। জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণে আমলা ও নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা গ্রেফতারকৃত মৌলবাদী ব্যক্তিদের যথাযথ তদন্ত, বিচার এবং সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করার কথা বলেছেন (হোসেন, ২০০৬; খান, ২০০৭; এবং আলী, ২০০৫খ)। গণমাধ্যম-বুদ্ধিজীবীরাও জঙ্গিদের গ্রেফতার এবং যথাযথ বিচারের ওপর জোর দিয়েছেন (কাইয়ুম, ২০০৫গ)। এক্ষেত্রে সাংবাদিক মশিউল আলমের বক্তব্যটি হলো, 'পুলিশ র‍্যাবের অভিযান বাড়াতে হবে, এতে আপত্তি নেই। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে আইন প্রয়োগের সর্বোচ্চ প্রয়াস। প্রসিকিউশনের দক্ষতা, সততা, জবাবদিহিতা বাড়াতে হবে। জঙ্গিদের দ্রুত বিচার করার জন্য গঠন করা যেতে পারে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল' (আলম, ২০১৬গ: পৃ. ১১)। অর্থাৎ আমলা ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক এবং গণমাধ্যম-বুদ্ধিজীবীরা প্রসাশনিক ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ প্রতিরোধের স্বল্পমেয়াদী কৌশলের কথাই বলেছেন।

পর্যালোচনা ও উপসংহার

পরিশেষে উপর্যুক্ত বিশ্লেষণ ও আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দাবি করি যে উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীরা বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উত্থানের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত– উভয় উৎসকেই চিহ্নিত করেছে। এক্ষেত্রে তাঁরা প্রধানত আফগান-সোভিয়েত আগ্রাসন এবং আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতি, মুসলিম দেশগুলোতে পশ্চিমাদেশগুলোর দমনমূলক নীতি এবং আল-কায়েদা, তালেবান ও সমসাময়িককালে জঙ্গিবাদের উত্থানের জন্য আইএসের মতো বহিরাগত উৎসকে উপস্থাপন করেছে। অভ্যন্তরীণ উৎসগুলোর মধ্যে তাঁরা মাদ্রাসা এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ধর্মীয় রাজনীতি এবং রাজনৈতিক সংকটের দিকে মনোনিবেশ করেছে। অন্যদিকে উগ্রবাদের কারণ হিসেবে সকল উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণি বাংলাদেশকে ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা এবং বাংলাদেশের দমনমূলক ও বিভাজনমুখি রাজনৈতিক সংস্কৃতির দ্বারা সৃষ্ট সুযোগ এবং আগ্রাসনকে চিহ্নিত করেছেন। সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যম-বুদ্ধিজীবীগণ আপেক্ষিক বঞ্চনা এবং দুর্বল আর্থ-সামাজিক অবস্থাকেও বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে তুলে ধরেছেন। আমলা ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক, সুশীল সমাজ, এবং গণমাধ্যম-বুদ্ধিজীবীরা বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উত্থান ও বিকাশের পিছনে ধর্মীয় বিশ্বাস এবং চিন্তার কাঠামোর মতো কিছু মতাদর্শিক কারণও উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে আমলা ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক, গণমাধ্যম-বুদ্ধিজীবী এবং সুশীল সমাজ বাংলাদেশের রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি পুনরুদ্ধার, শিক্ষাব্যবস্থা, প্রধানত কওমি মাদ্রাসার সংস্কার, মৌলবাদের বিপরীতে সমাজে প্রতি-প্রচারণা সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ঐক্যভিত্তিক প্রতিরোধ কৌশল গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেছেন। অধিকন্তু তাঁরা জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে স্বল্পমেয়াদি ব্যবস্থা হিসেবে যথাযথ তদন্ত, দ্রুত ও সুষ্ঠু বিচারের মতো আইনি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিতের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। পরিশেষে আমরা আশা করি জঙ্গিবাদ সম্পর্কিত উদারনৈতিক ডিসকোর্সের কাঠামো ও প্রভাব এবং জঙ্গিবাদ প্রতিরোধের প্রচলিত বিভিন্ন কর্মকৌশলে কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, বা এই ব্যবহারগুলো কোনো প্রাতিষ্ঠানিক অনুশীলন, শাসন-মানসিকতা, বঞ্চনা ও বিচ্ছিন্নতা তৈরি করছে কি না, অথবা এই ধারণাগুলো উপস্থাপনের পিছনে উপর্যুক্ত ক্ষেত্রগুলোতে ক্ষমতা-সম্পর্কের কোনো পার্থক্য আছে কি না প্রভৃতি বিষয়ে আরও গবেষণা জঙ্গিবাদসহ বিভিন্ন আন্দোলন, মতাদর্শ এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বাংলাদেশের আধুনিকতা, ক্ষমতাকাঠামো, দ্বন্দ্ব ও প্রান্তিকতা বুঝতে সহায়তা করবে।

গ্রন্থপঞ্জি

আহমেদ, ই. (২০১৫, অক্টোবর ১১)। দেশে জঙ্গিবাদের অস্তিত্ব নেই। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১১।

আহমেদ, কে. (২০১৬, আগস্ট ১৯)। রাজনীতিতে আইএস প্রসঙ্গ। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১০

আহমেদ, এম. (২০১৬, জুলাই ৫)। সন্ত্রাস 'পরিকল্পিত' ঠেকানোর পরিকল্পনা কই? *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ৭।

আহসান, এ. (২০০৫, আগস্ট ২৯)। বোমা-হামলার আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক তাৎপর্য। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১০।

আহসান, জে. (২০১৫, অক্টোবর ৩)। জঙ্গিদমনে সরকার কতটা আন্তরিক? *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ৮।

আকাশ, এম. এম., (২০০৫, নভেম্বর ২৯)। মৌলবাদের উত্থান ক্রিয়া নয়, প্রতিক্রিয়া মাত্র। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১১।

আখতার, এম, ই. (২০০৬, ফেব্রুয়ারি ১৬)। আত্মঘাতী হামলার নেপথ্যে কালো হাত। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১০।

আলম, এম. (২০১৪, ফেব্রুয়ারি ২১)। আল কায়েদার বিপদ বার্তা। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১৩।

আলম, এম. (২০১৬ক, জুন ১৫)। জঙ্গিরা কি ঝাঁকের কই। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১১।

আলম, এম. (২০১৬খ, জুলাই ১২)। ইসলামিক স্টেটের আকর্ষণ কী? *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১১।

আলম, এম. (২০১৬গ, আগস্ট ৩০)। জঙ্গিবাদ দমনে আমেরিকান স্টাইল। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১১।

আলী, এ. এম. এম. (২০০৫ক, আগস্ট ২২)। নিরাপত্তাহীনতায় বাংলাদেশ। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১০।

আলী, এ. এম. এম. (২০০৫খ, ডিসেম্বর ১২)। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১১।

আলী, এ. এম. এম. (২০০৫গ, ডিসেম্বর ২৬)। দেশের অস্তিত্ব ও কওমী মাদ্রাসা। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১০।

ইব্রাহিম, এম. এম., (২০০৭, আগস্ট ১৭)। জঙ্গিবাদ দমনে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রয়োজন। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১২।

ইসলাম, এম. (২০১৪, মার্চ ৩)। জামায়াতে গৃহযুদ্ধ ও জাওয়াহিরির হুংকার। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১০।

ইসলাম, এম. (২০১৫, অক্টোবর ১৫)। আইএস বনাম জামাত-শিবির। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১১।

ইসলাম, এন. (২০১৬, জুলাই ২৪)। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জঙ্গি তৎপরতা নজরদারি করতে হবে। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১০।

ইসলাম, এস. (২০০৬, অক্টোবর ২২)। মূল রাজনৈতিক দলগুলো জঙ্গিবাদকে পরিপুষ্ট করছে। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১০।

ওয়াসিফ, এফ. (২০১৬, জুলাই ১৭)। সমাজই এই যুদ্ধের প্রধান শিকার, *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১০।

কাইয়ুম, এ. (২০০৫ক, ফেব্রুয়ারি ২৮)। জঙ্গিবাদের বিপক্ষে মেয়াদোত্তীর্ণ পদক্ষেপ। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ৯।

কাইয়ুম, এ. (২০০৫খ, ডিসেম্বর ১২)। একজন জঙ্গিবাদীকেও কি শাস্তি দেওয়া যায় না? *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১১।

কাইয়ুম, এ. (২০০৬, মার্চ ৬)। বোমা গ্রেনেডের অভিশাপ থেকে দেশকে বাঁচাতে হলে। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১০।

খান, এম. এ. (২০০৫, ডিসেম্বর ৯)। ইসলাম আত্মঘাতী হামলা সমর্থন করে না। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১১।

খান, এম. এ. (২০০৮, জানুয়ারি ৪)। ইসলাম সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ সমর্থন করে না। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১১।

খান, এম. এ. (২০১০, এপ্রিল ১৬)। ইসলাম সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ সমর্থন করে না। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১২।

খান, এম. জি. (২০০৫, জানুয়ারি ৩০)। আমাদের কি আরো ভয়ঙ্কর দিনের অপেক্ষা করতে হবে? *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ৯।

খান, এম. আর. (২০১৬, জুলাই ১৩)। আইএসের হুমকি ও বাংলাদেশের প্রস্তুতি। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১১।

খান, এস. (২০০৫, মার্চ ৩)। বাংলাদেশের ইমেজ সমস্যাঃ কারণ ও করণীয়। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ৮।

খান, এস. এ. (২০০৭, আগস্ট ২১)। ২১ আগস্ট ফিরে দেখা। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১১।

চৌধুরী, ই. এ. (২০১৬, জুলাই ১৩)। অন্ধকারে আলোর দীপশিখা। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১১।

চৌধুরী, এফ. (২০১৬, জুলাই ১৬)। শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার অর্ঘ্য। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১১।

চৌধুরী, জেড. (২০১৬, আগস্ট ২৪)। সন্ত্রাসী কার্যকলাপ কোন বুদবুদ নয়। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১০।

চৌধুরী, আই. ই. (২০০৯, আগস্ট ২১)। ইসলামী জঙ্গিবাদের ক্রমবর্ধমান হুমকি। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১২।

জাকারিয়া এ. কে. (২০১৬, জুলাই ১০)। জঙ্গি মোকাবেলা, না আইএস বিতর্ক। দৈনিক প্রথম আলো, পৃ. ৮।

তাহমিনা, কিউ. এ. (২০১৬, জুলাই ৫)। জঙ্গির মুখ, জঙ্গির মন। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ৬।

নজরুল, এ. (২০১৬ক, জুলাই ১১)। এই আতঙ্ক দূর করতে হবে। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ৬।

নজরুল, এ. (২০১৬খ, আগস্ট ১৮)। তারাও বাংলাদেশের সন্তান। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১০।

নূর, এ. (২০০৫, ডিসেম্বর ৫)। আমরা চলেছি কোথায়? *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১১।

ফেরদৌস, এইচ. (২০১৪, সেপ্টেম্বর ১৯)। ইসলামিক নৃশংসতার প্রতিবাদ করুন। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১৩।

বর্মণ, ডি. সি. (২০০৬, অক্টোবর ৮)। জঙ্গিবাদ আগামী নির্বাচনে হুমকি হতে পারে। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১০।

মকসুদ, এস. এ. (২০০৫, এপ্রিল ২৬)। এই প্রাণীগুলো বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হলেই বরং খুশি। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ৮।

মকসুদ, এস. এ. (২০১৬ক, জুলাই ২৬)। ইসলাম ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় দায়ী। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১০।

মকসুদ, এস. এ. (২০১৬খ, আগস্ট ২৩)। জঙ্গিবাদ ছাড়াও সমাজের আরো শত্রু আছে। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১০।

মাজহার, এফ. (২০০৫ক, আগস্ট ২৫)। পল উলফোভিৎস ও বাংলাদেশে বোমাবাজি। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ৮।

মাজহার, এফ. (২০০৫খ, ডিসেম্বর ৮)। বোমা সমাজের প্রতিক্রিয়ার পুঁটুলিগুলো ফাঁস করে দিয়েছে। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১১।

মজুমদার, বি. এ. (২০১৫, মে ১৫)। দুর্নীতি ও উগ্রবাদের দৌরাত্ম্য। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১৩।

মনিরুজ্জামান, টি. (২০০৫, সেপ্টেম্বর ১৭)। বাংলাদেশে বোমা হামলার রাজনীতি। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ৮।

মুহাম্মদ, এ. (২০১৬, জুলাই ২০)। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সীমা। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১০।

মেনন, আর. কে. (২০০৫ক, মার্চ ১২)। জঙ্গিবাদ অস্বীকার করার সুযোগ কোথায়? *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ৮।

মেনন, আর. কে. (২০০৫খ, অক্টোবর ২০)। ১৭ আগস্টের বোমা বিস্ফোরণের রাজনীতি। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ৮।

মেনন, আর. কে. (২০০৫গ, নভেম্বর ১৯)। গলায় গিঁট না দিয়ে সাপ মারুন। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১১।

মেনন, আর. কে. (২০০৫ঘ, ডিসেম্বর ১৭)। সরকার মূল ইস্যুকে কৌশলে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১০।

মেনন, আর. কে. (২০১৬, জুলাই ১২)। ঘর পোড়ার মধ্যে আলু পোড়া নয়। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১১।

মোমেন, এ. (২০০৫, অক্টোবর ৬)। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ থেকে সরকারের রেহাই নাই। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১০।

রহমান, এম. (২০০৬, আগস্ট ২৫)। ২১ আগস্ট, ১৭ আগস্ট এবং তারপর? *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১০।

রনো, এইচ. এ. কে. (২০১৬, আগস্ট ২০)। ধর্মীয় মৌলবাদ ও পাশ্চাত্যের ভূমিকা। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১০।

রিয়াজ, এ. (২০০৬, জানুয়ারি ২৯)। এদেশে জঙ্গিবাদ বেশিদূর এগোতে পারবে না। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১০।

রিয়াজ, এ. (২০১৬ক, জুলাই ৪)। আক্রমনের কৌশলে নতুন মাত্রা যোগ হল। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১০।

রিয়াজ, এ. (২০১৬খ, আগস্ট ১০)। যে সব কারণে কেউ জঙ্গি হয়। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১১।

সিদ্দিকী, জেড. আর. (২০০৬, মার্চ ৩)। জঙ্গি প্রশ্নে সরকারের সুর বদল। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১০।

সিদ্দিক, আ. আ. ম. স. এ (২০০৫, মার্চ ১৩)। জঙ্গিবাদের বড় প্রতিরোধক হতে পারে সঠিক শিক্ষা। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ৮।

সুলতান, টি. (২০১৬, জুলাই ৪)। আইএস আছে আইএস নেই। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১১।

হক, এ. (২০০৫, অক্টোবর ৪)। রাত গভীর হচ্ছে মানে ভোর কাছে আসছে। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১০।

হক, এ. (২০০৬, মার্চ ৭)। উয়ারে গরু উয়ারে ধান খায়। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১০।

হাফিজউদ্দিন, এম. (২০০৭, মে ৩)। জঙ্গি উত্থানের মূল কারণ খুঁজে বের করতে হবে। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ৮।

হাসান, এস. (২০১৫, অক্টোবর ১০)। দেশে কালা জঙ্গি না ধলা জঙ্গি। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১০।

হাসান, এস. (২০১৬, মে ১৪)। এখনো জঙ্গিবাদের ঝুঁকিতে বাংলাদেশ। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১০।

হোসেন, এম. (২০০৫, ডিসেম্বর ১০)। ধর্মীয় উগ্রপন্থা বনাম রাষ্ট্র ব্যবস্থা। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১২।

হোসেন, এম. এস. (২০০৫ক, সেপ্টেম্বর ১১)। ৯/১১: চার বছরের মধ্যে কত নিরাপদ বিশ্ব। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ৯।

হোসেন, এম. এস. (২০০৫খ, অক্টোবর ৫)। ১৭ আগস্টের পর ৩ অক্টোবর: কোথায় আমাদের গন্তব্য? *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১০।

হোসেন, এম. এস. (২০০৫গ, নভেম্বর ২৭)। বর্তমান সংকট ও আত্মঘাতী হামলার পরিপ্রেক্ষিত। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১১।

হোসেন, এম. এস. (২০০৬, মার্চ ১৬)। বিশ্ব জিহাদ ও বাংলাদেশে জঙ্গি উত্থান: একটি সমীক্ষা। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১০।

হোসেন, এম. এস. (২০১৪, ফেব্রুয়ারি ২৬)। জঙ্গিদমনে জাতীয় ঐক্যমত্য প্রয়োজন। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১০।

হোসেন, এম. এস. (২০১৬ক, জুলাই ৩)। নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বড় গলদ আছে। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১১।

হোসেন, এম. এস. (২০১৬খ, সেপ্টেম্বর ৪)। সন্ত্রাস মোকাবিলায় বাংলাদেশ ও কেরির সফর। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১০।

হোসেন, এম. এস. (২০১৬গ, অক্টোবর ১০)। হলি আর্টিজান হামলা ও জঙ্গিবিরোধী পদক্ষেপ। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ১০।

Ahmed, R. (2009). Interface of political opportunism and Islamic extremism in Bangladesh: Rhetorical identification in government response. *Communication Studies*, *60*(1), 82-96.

Alam, A. M. Z., Alam, A. M. S., & Khan, M. (2006, May). Terrorist organizations and effects of terrorism in Bangladesh. In *proceedings of the 4th IEEE international conference on intelligence and security informatics* (pp. 746-747). Springer-Verlag.

Bashar, I. (2013). Violent radicalisation in Bangladesh: a second wave?(RSIS Commentaries, No.187) RSIS Commentaries. Singapore: Nanyang Technological University.

Fair, C. C., Hamza, A., & Heller, R. (2017). Who supports suicide terrorism in Bangladesh? What the data say. *Politics and Religion*, *10*(3), 622-661.

Fairclough, N. (1992). Discourse and social change (Vol. 10). Cambridge: Polity press.

Fiore, Q., & McLuhan, M. (1967). *The medium is the massage*. New York: Random House.

Fook, J. (2002) *Social Work: Critical Theory and Practice.* London: SAGE

Foucault, M. (1970). *The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences*. London: Tavistock.

Githens-Mazer, J., & Lambert, R. (2010). Why conventional wisdom on radicalization fails: the persistence of a failed discourse. *International Affairs,* 86(4), 889-901.

Hossain, M., & Curtis, L. (2010). Bangladesh: *Checking Islamist Extremism in a Pivotal Democracy.* Washington, DC: Heritage Foundation.

Khan, M. H., & Govindasamy, S. (2011). Islamic militancy in Bangladeshi newspaper editorials: A discourse analysis. *Multilingua-Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication*, *30*(3-4), 357-376.

Mushtaq, A., Sadiq, R., & Ijaz, F. (2014). Religious Education: Analysis over the Years. *Journal of Islamic Thought and Civilization,* 4(2), 56-63.

Rahman, M. A. (2016). The forms and ecologies of Islamist militancy and terrorism in Bangladesh. *Journal for Deradicalization*, (7), 68-106.

Riaz, A. (2016). 'Who are the Bangladeshi 'Islamist Militants?' Perspectives on Terrorism, 10(1), 2-18.

Saghaye-Biria, H. (2012). American Muslims as radicals? A critical discourse analysis of the US congressional hearing on The Extent of Radicalization in the American Muslim Community and That Community's Response'. Discourse & Society, 23(5), 508-524.

Tripathi, A. (2015). Profiling non-state armed militant groups of Bangladesh. *Himalayan and Central Asian Studies*, *19*(1/2), 119.

van Dijk, T. A. (1997). The Study of Discourse. In T. A. van Dijk (Ed.), *Discourse as Structure and Process.* London: Sage.